সংবাদ

তারিখ 14 APR 2016
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

কুয়াকাটার মুসুল্লিয়াবাদ সর. প্রা. স্কুল

নানা সংকটে ২৩০ শিক্ষার্থীর শিক্ষা জীবন বিপর্যস্ত

প্রতিনিধি, কুয়াকাটা

শ্রেণিকক্ষের অভাব, শিক্ষক সংকট, নেই আসবাবপত্র, অনুন্নত অবকাঠামো, নেই স্বাস্থ্য সম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থা, লাগেনি আধুনিকতার ছোয়া। ২৮০ জন শিক্ষার্থীর বিপরীতে মাত্র ৩ জন শিক্ষক। প্রধান শিক্ষকের পদটি শূন্য এক বছর। সহকারী শিক্ষক শাহজাহান সিকদার ভারপ্রাপ্ত হিসেবে প্রতিষ্ঠান প্রধানের দায়িত্ব পালন করছেন। বিদ্যালয়টি পর্যটন কেন্দ্র কুয়াকাটা পৌরসভার সীমানা সংলগ্ন মুসুল্লিয়াবাদ এলাকায় অবস্থিত। অন্তত আটজন অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, পর্যটন নগরী কুয়াকাটার মুসুল্লিয়াবাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থার চরম অবনতি ঘটেছে। ৭ জন শিক্ষক থাকার কথা থাকলেও প্রধান শিক্ষকসহ ৪ জন শিক্ষকের পদ গত ১ বছর যাবত শূন্য রয়েছে। আধুনিক শিক্ষার যুগে অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের চেয়ে পিছিয়ে পড়ছে ওই বিদ্যালয়ের কোমলমতি শিক্ষার্থীরা। দুই কক্ষ বিশিষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে চলছে পাঠদান। ফলে যে কোন মুহূর্তে ধসে পরে প্রাণহানীর ঘটনা ঘটতে পারে এমন আশঙ্কার কথা জানালের অভিভাবক জাহিদুল ইসলাম বেলাল।

সরেজমিনে দেখা গেছে, ৬২ নং মুসুল্লিয়াবাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অফিস কক্ষে টানানো বোর্ডে ৭ জন শিক্ষকের পদ রয়েছে। কিন্তু কর্মরত আছেন মাত্র ৩ জন শিক্ষক। এর মধ্যে প্রাক প্রাথমিক সহকারী শিক্ষিকা শামীমা আকতার গত ১৬ জানুয়ারি থেকে দেড় বছরের জন্য পটুয়াখালীতে ডিপিএড প্রশিক্ষণে রয়েছে। ম্যানেজিং কমিটি ও শিক্ষকদের বেতনে স্থানীয় ছালমা বেগম নামের এক শিক্ষিকা শিশু শ্রেণির ক্লাস নিচ্ছেন। গত বছরের ১৫ এপ্রিল থেকে প্রধান শিক্ষকের পদটি শূন্য রয়েছে। ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষককে বিভিন্ন সময় অফিসিয়াল কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। সেক্ষেত্রে মাত্র দু'জন শিক্ষক দিয়ে চলছে ২৮০ জন শিক্ষার্থীকে পাঠদান। এ বিষয়ে কলাপাড়া উপজেলা ভারপ্রাপ্ত শিক্ষা অফিসার আরিফুজ্জামান বলেন, 'শিক্ষকদের শূন্য পদগুলো পূরণ করার জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়েছে।'

বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ইদ্রিস মুসুল্লি জানালেন, ১৯৬৭ সালে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার পর থেকে রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রে পাঠদান চলে আসছিল। আশ্রয়ন কেন্দ্রটি ২০০১ সালের শেষের দিকে ঝুঁকিপূর্ণ ভবন হিসেবে চিহ্নিত করে পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়। পরবর্তীতে সেটি নিয়মানুযায়ী অপসারণ করা হয়েছে। ২০০৬-০৭ অর্থবছরে ২ কক্ষের দ্বিতল একটি ভবন নির্মাণ করা হয়। নিম্নমানের নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করায় মাত্র ৮ বছরের মাথায় ওই ভবনটিও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পরেছে। ভবনটির বেশ কয়েটি স্থানে ইতোমধ্যে ফাটল ধরেছে। নেই দরজা-জানালা। ওই ভবনটির পাশেই কোনমতে দাঁড়িয়ে আছে উপজেলা শিক্ষা অফিস থেকে পরিত্যক্ত ঘোষণা করা আরেকটি একতলা ভবন। সেটি অপসারণ না করায় বর্তমানে মৃত্যুকূপে পরিনত হয়েছে। শিশু শিক্ষার্থীরা খেলাধুলা করতে ভবনটির ভেতরে প্রবেশ করে। এ বিষয়ে জেলা ও উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার কাছে বারবার আবেদন করলেও কোন সারা মেলেনি এমন অভিযোগ করলেন সভাপতি ইদ্রিস মুসুল্লি।

বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সদস্য হযরত আলী হাওলাদার জানান, কক্ষ সংকটের কারণে দ্বিতল ভবনটির উপরের একটি কক্ষের মাঝখানে টিনের বেড়া দিয়ে চলছে অফিসের কার্যক্রম। নিচ তলার ফাঁকা জায়গায় বন বিভাগের পরিত্যক্ত কাঠ ও টিনের বেড়া দিয়ে শেণিকক্ষ তৈরি করে কোন রকম চলছে পাঠদান। যা উপকূলীয় এলাকার জন্য খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। যে কোন সময় দমকা বাতাসে উড়ে যেতে পারে এমন শঙ্কা রয়েছে। ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মো. শাহজাহান সিকদার জানালেন, বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ব্যবহারের জন্য নির্মিত সৌচাগারটিও গত এক বছর পূর্বে পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থা না থাকায় ভোগান্তিতে রয়েছে শিক্ষক শিক্ষার্থীরা। তিনি আরও জানান, আধুনিকতার ছোয়া না লাগায় বিদ্যালয়ের কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মানসম্মত লেখাপড়া মারাত্মক সমস্যা হচ্ছে। এ বিষয়ে কলাপাড়া উপজেলা ভারপ্রাপ্ত শিক্ষা অফিসার আরিফুজ্জামান বলেন, 'আমরা ঝুঁকিপূর্ণ ভবনটি মৌখিকভাবে পরিত্যক্ত ঘোষণা করেছি। অচিরেই টেন্ডার আহ্বান করে ভবনটি অপসারণ করা হবে। শিক্ষার্থীরা যাতে ভবনটির ভেতরে প্রবেশ না করে শিক্ষকদের এমন নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।'